প্রাসাদপুত্র—২

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

প্রাসাদপুত্র-২

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : মো:রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ: মো. আখতারুজ্জামান

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com - বইফেরী.কম - বইবাজার.কম
দাওয়াহ-বইঘর, ILHAM

ISBN : 978-984-97319-1-7
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৪০০/- টাকা মাত্র

Prasadputro-2
By Mahin Mahmud
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

অর্পণ

ভোর হলে যে সময়টায় তোকে মাদরাসায় নিয়ে যেতাম, এখন সেই সময়টায় তোর কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চোখে এখন আর পানি আসে না মা! আসবে কী করে, চোখের পানিটুকুও ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছিস তুই!

তুবা। ওপারে আল্লাহ তোকে ভালো রাখুন!

ভূমিকা

গল্প-উপন্যাস কি মানুষের চিন্তা-চেতনাকে বিকশিত করে? মনুষ্যত্ব শেখায়? চরিত্রকে উন্নত করে? উত্তর হয় তো হবে- হ্যাঁ। অথবা- না। যেহেতু আমরা উপন্যাস লিখি। গল্পও লিখছি। অতএব, আমাদের উত্তর 'হ্যাঁ' হবে এটাই স্বাভাবিক।
কেন 'হ্যাঁ'? যুক্তি কী? যুক্তি তো আছেই!

'একটি লাল নোটবুক' উপন্যাসটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হচ্ছিল, মাকাতাবাতুল হাসান এর মাদানিনগর শাখায়। ধারণাতীত উপস্থিতি লক্ষ করেছিলাম আমরা। গল্প-উপন্যাসের প্রতি যে পাঠকদের কী পরিমাণ আগ্রহ, সেটা কিছুটা হলেও টের পাওয়া গিয়েছিল। তো, এক পর্যায়ে গল্প-উপন্যাস নিয়ে পাঠকদেরকে কিছু বলতে বলা হলো। অনেকের মধ্যেই কিছু না কিছু বলার আগ্রহ লক্ষ করছিলাম। সময় ছিল সংক্ষিপ্ত। তাই সবাইকে সুযোগ দেওয়া যাচ্ছিল না।

এক ছাত্রভাই বলছিলেন, 'আঁধার মানবী' উপন্যাসটি নিয়ে— 'বইটির জামিল চরিত্রটি আমার ভেতরটা পরিবর্তন করে দিয়েছে। জামিল ভার্সিটিতে পড়ে। দ্বীনদার ছেলে। কখনো মেয়েদের দিকে তাকাত না। নজরের হেফাজত করে চলতো। বইটি পড়ার পর সিদ্ধান্ত নিলাম আজ থেকে আমিও নজরকে হেফাজত করে চলব।'

আরেক ভাই বললেন 'শেষ চিঠি' নিয়ে—'আমার এক বোন, হাজব্যান্ড হিসেবে হুজুর ছেলেদের খুবই অপছন্দ করতো। নামই শুনতে পারত না। আমি তাকে শেষ চিঠি বইটি দিলাম। একদিন সে বলল, বইটির আহসান চরিত্রটি দারুণ! আলেমদের প্রতি আমার ধারণা পালটে দিয়েছে।'

এই যে উপলব্ধি। কিছুটা পরিবর্তন। চিন্তা-চেতনার কিছুটা বিকাশ। এটা কি কম কিছু? মোটেও না।

দুটি ঘটনার উল্লেখ করলাম। আসলে প্রতিদিনই আমরা এমন কিছু পাঠ-প্রতিক্রিয়া পাই, যাতে বোঝা যায় কেউ না কেউ পরিবর্তন হচ্ছে। কোথাও না কোথাও দিনবদলের হাওয়া লাগছে। আলহামদুলিল্লাহ।

তবে হ্যাঁ। উপন্যাসকে উপন্যাসের জায়গাতেই রাখতে হবে। আমরা মুহতারাম আতীক উল্লাহর বইগুলো পড়ে থাকব। কুরআনি সিরিজ নিয়ে দারুণ কিছু কাজ করেছেন তিনি। অসম্ভব ভালো কিছু গল্পও লিখেছেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা অসংখ্য! গল্পকে গল্প ভাবতেই পছন্দ করেন এই সব্যসাচী লেখক। তিনি তাঁর এক বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—‘এটা গল্পের বই। এখানে আমরা কুরআন বা হাদীস শরীফ নিয়ে বসিনি। আমরা দেখব শালীনতার সীমা ঠিক আছে কি না।...’

আমরাও তা-ই বলছি। কুরআন-হাদীস আর গল্প-উপন্যাস এক কথা নয়। দুটোতে রয়েছে বিস্তর ফারাক! তবে কোনো লেখা যদি কাউকে কুরআনি জীবনপালনের প্রতি উৎসাহিত করে, কারো চরিত্রগঠনে সহায়ক হয়, তাহলে সেটা গ্রহণ করতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

আসলে, সময়টা এখন প্রযুক্তির। যতই দিন যাচ্ছে, বিনোদনের নামে এই প্রজন্ম ততই যেন ফেসবুক আর ইউটিউব- নির্ভর হয়ে পড়ছে। তারা অন্তত গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে হলেও কিছুটা ভালো কথা জানুক, কিছুটা ধর্মপ্রেমী, বইপ্রেমী হোক, এইটুকুই আমরা চাই।

আমাদের চেষ্টাগুলো আল্লাহ কবুল করুন।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলে আফজাল খান সাহেবের। তিনি শোয়া থেকে উঠে বসলেন। বেডসুইচটা টিপে বাতি জ্বালাতেই তার স্ত্রী ডেইজি চৌধুরি বিরক্তমুখে বললেন, 'কী হলো, বাতি জ্বালালে কেন?'

'ক'টা বাজে দেখার জন্য।'

'দেয়ালে রেডিয়াম ঘড়ি। অন্ধকারেই তো সময় দেখা যায়! এরজন্য শুধু শুধু বাতি জ্বালানোর কোনো দরকার ছিল? ঘুমটাই মাটি করে দিলে।'

আফজাল খান কিছু বললেন না। ভয়ংকর এই স্বপ্নটার কথা তিনি তার স্ত্রীকে জানাতে চান না। যদি বলেন, স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে বাতি জ্বালিয়েছি। তাহলে ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না। স্ত্রীর কাছে লজ্জিত হতে হবে। এই রাতবিরেতে তিনি লজ্জা পেতে চান না।

তিনি বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম আসছিল না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে উঠে পড়লেন। উঠে বাথরুমে গেলেন। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এবার আর বিছানায় গেলেন না। ইজিচেয়ারে বসে বসে স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগলেন।

স্বপ্নটা তিনি আগেও কয়েকবার দেখেছেন। সর্বশেষ দেখেছেন তার মেয়ে অনুর বিয়ে ঠিক করার পরের দিন। বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত করে রাতে ব্যবসার কাজে চিটাগাং গিয়েছিলেন। যে হোটেলে উঠেছিলেন সেটি ছিল একটি থ্রি-স্টার মানের হোটেল। থ্রি-স্টার মানের হলেও সেবার দিক থেকে ভালো ছিল। রাতের খাবার খেয়ে সিঙ্গাপুর অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। এরপর বিছানায় গেলেন। ঘুম এসে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মাঝরাতের দিকে দেখলেন স্বপ্নটা—

গভীর রাত। প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। তিনি একটা চালাবিহীন ঘরে শুয়ে আছেন। বৃষ্টি একেবারে তার মাথার ওপর পড়ছে। আর তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বিচ্ছু! বিছানায় বিচ্ছু, বালিশে বিচ্ছু, এমনকি পানির পাত্রেও বিচ্ছু।

একই স্বপ্ন আজকেও দেখলেন। গভীর রাতে এমন স্বপ্ন দেখার মানেটা কী? ভাবতে গিয়েই ঘেমে গেলেন আফজাল। কয়েক সপ্তাহ পর তার মেয়ে অনুর বিয়ে। এই সময় বিপজ্জনক এ স্বপ্ন তাকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্বপ্নের কি সত্যিকার অর্থেই কোনো ব্যাখ্যা আছে? যদি থেকেই থাকে তাহলে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী হতে পারে, কে জানে!

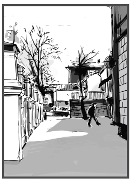

অনুর বিয়ে। আফজাল খানের একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা! কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছে। এই মুহূর্তে চলছে বাড়ি সাজানোর কাজ। সাজসজ্জা খান সাহেবের পুরোপুরি পছন্দ হচ্ছে না। এই পর্যন্ত দুইবার ওয়েডিং ম্যানেজমেন্টের লোকদের পরিবর্তন করা হয়েছে। তৃতীয়বারের মতো যারা কাজ করছে, তাদেরকেও মনে হয় বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। বাড়ির বাইরের চারদিকের দেয়াল আলোকসজ্জার কাজ শেষ। পুরো দুই ট্রাক বাতি ইতিমধ্যে ব্যবহার করা হয়ে গেছে। আরও এক ট্রাক আসছে। সেগুলো দিয়ে সাজানো হবে বাগানের বিভিন্ন অংশ। এরপর আসবে ফুলের ট্রাক। ফুল ব্যবহার করা হবে বাড়ির ভেতরের অংশে। ড্রয়িংরুম থেকে নিয়ে হলরুম, গেস্টরুম, বেডরুম, ব্যালকনি, সিঁড়ি সবখানে ছেয়ে থাকবে নানান রঙের তরতাজা ফুল।

আমন্ত্রিতদের নজর সবার প্রথমে যায় প্রবেশ পথে। তাই সেই জায়গাটাও সুন্দর করে সাজানো হবে। সেখানেও থাকবে অসংখ্য ফুল। বিয়েবাড়ি মানেই ফুলের ব্যবহার। তাই গোলাপ, গাঁদা, অর্কিড এবং চন্দ্রমল্লিকাসহ অন্যান্য অনেক ফুলের অর্ডার করা হয়েছে। মহামূল্যবান অর্কিড থাকবে গেট থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত পথের দুইপাশে।

আফজাল খান বাগানের কাছে চোখমুখ লাল করে বসে আছেন। কোনো কাজই তার মনমতো হচ্ছে না। ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজার ছেলেটার বয়স অল্প। কথায় পটু। কিন্তু কাজ করছে আনাড়ির মতো। একমাত্র মেয়ের বিয়েতে খান সাহেব কোনো কমতি দেখতে চান না। পয়সার তো কমতি নেই, কাজে কমতি হবে কেন?

দু-হাতে খরচ করতে চান তিনি। মেয়ের বিয়েতে খরচ করবেন না তো কার বিয়েতে করবেন?

কোটি টাকার সম্পদ তার। নিজ হাতে দেশে-বিদেশে বিজনেস সামলান। যেখানে হাত দিয়েছেন দুইহাতে পয়সা কামিয়েছেন। অবশ্য হালাল-হারাম নিয়ে তার অত মাথাব্যথা নেই। ভাবেনও না এইসব। ভাবাভাবির সময় কোথায়? বানের স্রোতের মতো পয়সা আসছে এটাই বড় কথা।

তার একটা অপদার্থ ছেলে আছে। আদি। মোল্লা-মৌলভিদের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া এই ছেলে সারাক্ষণ বলত এটা করো না, ওটা করো; এটা হালাল, ওটা হারাম! খান সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে এমন 'বে-আয়েশি' আর অপদার্থ ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।

আজব ছেলে। বাবার এত সম্পদ, এত এত টাকাপয়সা! কোথায় তুই মৌজ-মাস্তি আর আয়েশ করে কাটাবি তা না। তুই আছিস হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা নিয়ে।

অনুর মাথাটাও এই ছেলেটা নষ্ট করে দিচ্ছিল। তুই নষ্ট হয়েছিস হ, বোনটাকেও কেন ওই পথে নিতে চাচ্ছিস? মেয়েরা যেখানে চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, সেখানে তুই চাচ্ছিস বোরকা আর পর্দার দোহাই দিয়ে মেয়েটাকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে। এইজন্যই তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে হচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেলে অনু স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে যাবে। সেখানেই পড়াশোনা করে বড় কিছু হবে।

ব্যস্ততা আর খান সাহেব—এই দুই যেন একই সূত্রে গাঁথা। এত ব্যস্ততার মধ্যেও বিয়ের পুরো বিষয়টা তিনি নিজ হাতে তদারক করছেন। ওয়েডিং প্ল্যানার থেকে শুরু করে বাড়ির কাজের লোক, কাউকেই ছাড় দিচ্ছেন না। পান থেকে চুন খসলেই রাগারাগি করছেন। তিনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজার ছেলেটাকে ডাকলেন, 'এই ছেলে, এই!'

একডাকে কাজ হলো না। দুই-তিন ডাক দিতে হলো। তৃতীয় ডাক কানে যাওয়ার পর ম্যানেজার হতচকিত হয়ে বলল,

'জি, আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। এদিকে এসো।'

ম্যানেজার ব্যস্ততার সাথে তার লোকদেরকে কাজ বোঝাচ্ছিল। এত বড় কাজ পেয়ে সে বেশ উচ্ছ্বসিত! সে এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, 'স্যার, কেন ডেকেছেন?'